ইত্তেফাক

তারিখ ... ২২।১২।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৪ ...

175

15

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমরা পড়াশুনা করিতে চাই

চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় গত এক বৎসর ধরিয়া ক্লাসহীন অচলাবস্থায় রহিয়াছে। এ অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিবর্ষের প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি শিক্ষা বৎসর সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে হইবে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এখানেই যে, ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষে ভর্তিকৃত ১ম বর্ষের ছাত্ররা সেই ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর—দীর্ঘ ৯ মাস প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের একটি ক্লাস করারও সুযোগ পায় নাই। দেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের এহেন দুরবস্থা দেশের প্রকৌশল শিক্ষা ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি প্রকৃত সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন, তবে এ মহাবিদ্যালয়ের এহেন করুণ অবস্থা এড়ানো যাইত। এতে করিয়া সাধারণ এবং নির্দোষ ছাত্রদের মূল্যবান একটি বৎসর নষ্ট হইত না। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এ ব্যাপারে একরকম নীরবতাই প্রদর্শন করিতেছেন। বর্তমান অবস্থাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তামহলকে সকরুণ অনুরোধ জানাইতেছি যে, মহাবিদ্যালয়টি খোলার ব্যাপারে এবং সকল বর্ষের নিয়মিত ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে অতীব জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কারণ, আমরা পড়িতে চাই! ক্লাসহীন, পড়াহীন অবস্থায় অভিভাবকের ঘাড়ে আমরা আর কতদিন চড়িব?

শিপার, জহির ও কবির, ১ম বর্ষ (১৯৭৮-৭৯), প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

॥ ২ ॥

আমাদের দেশে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী দেওয়া হয়। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি এবং অপর তিনটি যথাক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আমি এই তিনটি কলেজের দুরবস্থা দূরীকরণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের শিক্ষার মান যে কত নীচে তাহা এই তিনটি কলেজ সম্বন্ধে ডাটা গ্রহণ করিলে জানা যাইবে। আমি তিন বৎসরে ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ হইয়াছি। অর্থাৎ এক বৎসর আমি এবং সেই সাথে দেশও পিছাইয়া গিয়াছে। গত বৎসর প্রথম বর্ষে ৩০৩ জন ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে (যেখানে ১৮০ জনের সিট), তাহাদের ক্লাস ২৬শে নভেম্বরে শুরু হওয়ার শর্তে যে, প্রয়োজনীয় শিক্ষক যদি না থাকে তবে পুরাপুরি ক্লাস হইবে না। বর্তমানে যাহারা ২ বৎসরে প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা সংখ্যায় ২৭৪ জন। তাই তিনটি ডিপার্টমেন্টে ৪টি সেকশন করিতে হইবে। অর্থাৎ সিভিলে দুই সেকশন করার কথা। অথচ সেখানে শিক্ষক ১৬ জনের স্থলে মাত্র ৪ জন। অপর দুইটি ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল-এ যথাক্রমে ৭ জন ও ৩ জন (১৬ জনের স্থলে)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জিজ্ঞাসা—একজন শিক্ষকের পক্ষে কি সঠিকভাবে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টার ক্লাস নেওয়া সম্ভব? যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক সপ্তাহে ৪-৫ ঘণ্টার ক্লাস নেন সেখানে আমাদের শিক্ষকরা ২৫-৩০ ঘণ্টার ক্লাস কিভাবে নিবেন? আমরা কি শিখব তাহাদের কাছ থেকে? তাই ভাবছি।

শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন, যেভাবে হউক আমাদের শিক্ষক দিন। আমরা পড়িতে চাই আর বৎসর নষ্ট করিতে চাই না।

রেজাউল কাদের (বাবলু), ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, চট্টগ্রাম।

॥ ৩ ॥

গত ১৯শে অক্টোবর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুই দল ছাত্রের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংক্ষিপ্ত আদেশবলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদেরকে আবাসিক হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন। ১৮ই অক্টোবরে উদ্ভূত পরিস্থিতি যাহা ১৯ অক্টোবর একটা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হইল কেন? যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। বাকসু নির্বাচনের পর নির্বাচিত ছাত্র সংসদ ছাত্রদের বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নিকট ১১ দফা দাবী পেশ করেন। প্রথম অবস্থায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে ব্যর্থ আলাপ আলোচনা হয়। বাকসু নিয়মতান্ত্রিক অন্দোলনের ডাক দেয়। বলা বাহুল্য, বাকসুতে এখন মুজিববাদী ছাত্রলীগ ক্ষমতাসীন। ১১দফা প্রশ্নে কোন আপোষ নাই, একটি দফাও না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলিবে—এই ঘোষণা করেন বাকসু নেতৃবৃন্দ। ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পূর্ণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট হইলে যাহা হয় তাহাই হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিশ্চিত অবস্থা চলিতে থাকে। হলগুলির অনেক কটা মেস বন্ধ হইয়া যায়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ী চলিয়া যায়। অনেকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হলে থাকিয়া যায়। নিজেরা রান্না করিয়া খাইতে বাধ্য হয়। সঙ্গত কারণেই পড়াশুনা বিঘ্নিত হয়। অথচ নভেম্বরে প্রথম পর্ব, তৃতীয় পর্ব ও সমাপনী পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলি হইবার কথা। এই সময়ে দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কোন সাফল্যই আসে নাই। ৭ই অক্টোবর ধর্মঘটের মেয়াদ আরো একদিন বাড়ানো হয় এবং ৯ই অক্টোবর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে বলা হয়। ৮ই অক্টোবর গুজব শোনা গেল যে, বাকসু নেতৃবৃন্দ আন্দোলন প্রত্যাহারের পাঁয়তারা করিতেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাহা আর হইল না। ধর্মঘটের মেয়াদ ৯ই অক্টোবরের সভায় ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। বর্ধিত সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কোন ফলোদয় হয় নাই। যদিও বাকসু নেতৃবৃন্দ মুখে মুখে দাবী করিয়াছিলেন যে, তাহারা অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সাধারণ ছাত্ররা তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যাহা অন্ততঃ প্রায় একমাস ধর্মঘটের পর সামান্যতম আশার আলো দেখাইতে পারে। ১৮ই অক্টোবর সাধারণ ছাত্র সভায় বাকসু দাবী-দাওয়া মানার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন লিখিত বিবৃতি না দেখাইয়াই একতরফাভাবে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে চান। ফলশ্রুতিতে সভাস্থলেই অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সভায় বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দকে কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিয়া বাকসু ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করেন। মুহূর্তের মধ্যে হকিস্টিক, রড, লাঠি সজ্জিত দুই প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়। বাকসু নেতৃবৃন্দ পরবর্তীতে তাহাদের অনুসারীদের উপস্থিতিতে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। ১৯শে অক্টোবরের এক প্রতিবাদ সভা শেষে ছাত্রদের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর একশ্রেণীর ছাত্র উস্কানিমূলক হামলা চালায়। মিছিলকারীরা এর জবাব দেন। বেশ কয়েকজন হতাহত হইল। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯শে অক্টোবর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

—রেজাউল হাসান ও এহসান আহমদ, সিলেট।

॥ ৪ ॥

নির্ধারিত সেশনের প্রায় দেড় বৎসর পর আগামী জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার ডিগ্রীর পরীক্ষা। গত নবেম্বরে উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রায় একমাস পিছানোর পরও আবার পরীক্ষা পিছানোর গুজব শোনা যাইতেছে। এ ব্যাপারে একশ্রেণীর নামধারী ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল করিয়াছে। সাধারণ ছাত্রদের দাবী হইতেছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পরীক্ষা পিছানো বন্ধ হোক। যারা নিয়মিত পড়াশুনা করিয়া নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়াছে, তাহারা পরীক্ষা পিছানোর কথা শুনিলেই হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। পরীক্ষা পিছানোর দাবীটা যেন দিন দিন একটা ট্রাডিশনে পরিণত হইতেছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, নির্ধারিত সময়ে যাহাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

—ম, আ, কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।